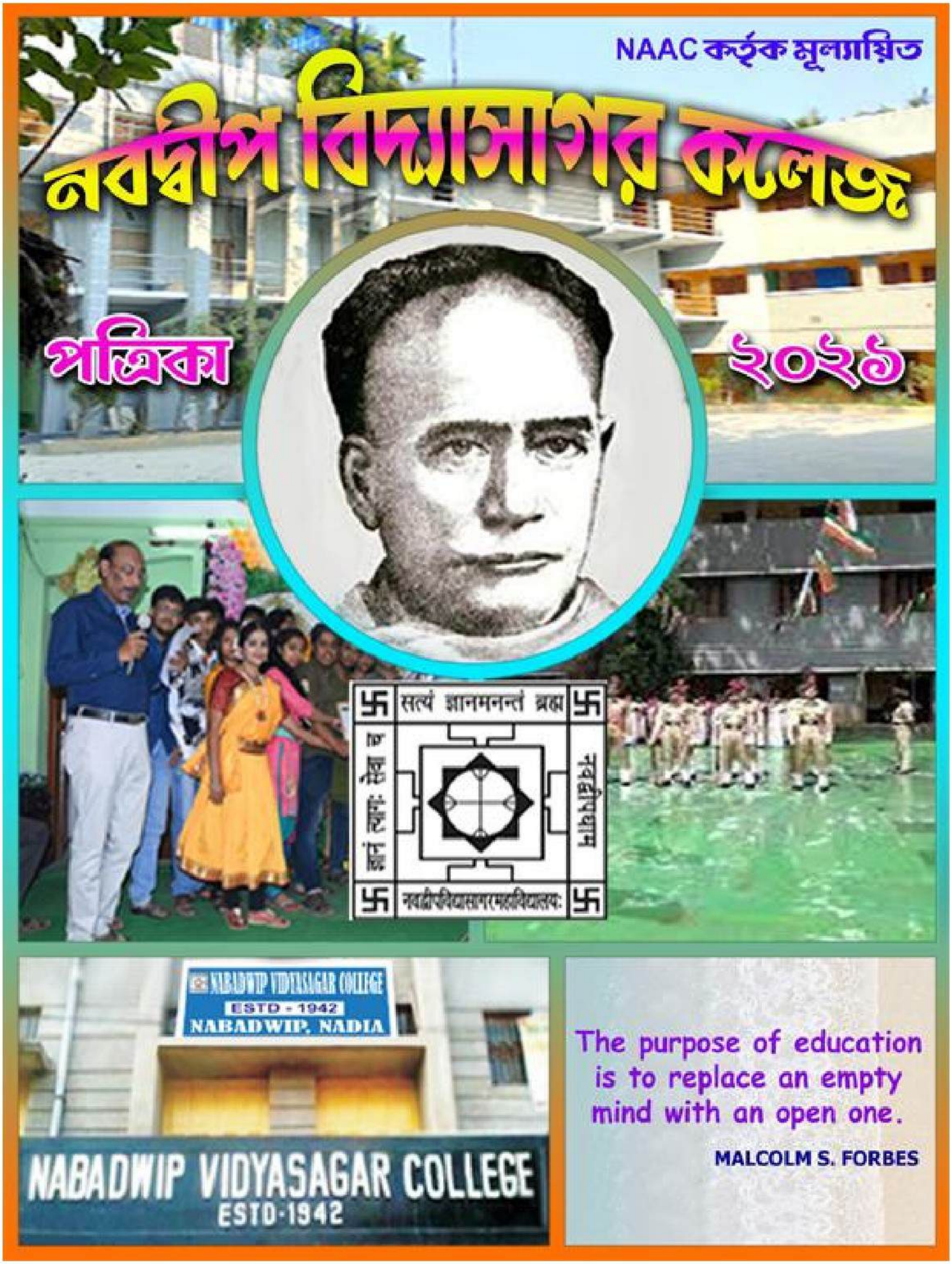
NAAC কর্তৃক মূল্যায়িত
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ
পত্রিকা
২০২১
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म
नवद्वीपविद्यासागरमहाविद्यालयः
NABADWIP VIDYASAGAR COLLEGE
ESTD - 1942
NABADWIP, NADIA
NABADWIP VIDYASAGAR COLLEGE
ESTD-1942
The purpose of education
is to replace an empty
mind with an open one.
MALCOLM S. FORBES

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা ২০২১

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म
ज्ञानं त्यागः सेवा च
नवद्वीपधाम
नवद्वीपविद्यासागरमहाविद्यालयः

নবদ্বীপ, নদীয়া।

প্রকাশনা উপসমিতি

অধ্যাপক ডঃ শুভদীপ চক্রবর্তী (আহ্বায়ক)
অধ্যাপিকা অরুণিমা চক্রবর্ত্তী
অধ্যাপিকা সঙ্গীতা দত্ত
অধ্যাপিকা ডঃ মৌসুমী রায় চৌধুরী(অতিথি সদস্য)
অধ্যাপিকা ডঃ সুতপা সাহা (মিত্র)
অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বিশ্বাস
অধ্যাপিকা ডঃ সোমা মণ্ডল
অধ্যাপিকা ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী সাহা
অধ্যাপিকা ডঃ সোমা শেঠ (দুলে)
অধ্যাপক শ্রী রূপেন মণ্ডল
শিক্ষাকর্মী শ্রী অশোক দে

—ঃ মুদ্রণে ঃ—
অঞ্জন এন্টারপ্রাইজ
রাজা মার্কেট, কলোনী মোড়, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা
মোঃ— ৯৮৩১২০৭১৭০

শ্রদ্ধায় — স্মরণে

সময়ের সরণী বেয়ে অবশেষে পেরিয়ে এলাম আরও একটি বছর। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও ২০১৯-এ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ লেখনী ও চারুকলার সম্ভারে। বিগত সময়ের COVID-19 এর ক্ষত এখনও বর্তমান। তবুও চলার শেষ নেই। Online মাধ্যমে এই প্রকাশ সত্যিই আনন্দের যেখানে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখনী ও অনন্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এই আনন্দের মুহূর্তে আজ অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই। তাই এই সূচনাপর্ব সেই সকল মানুষজনের প্রতি স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে সফল হয়ে উঠুক—

"মম দুঃখের সাধন, যবে করিনু নিবেদন
তব চরণ তলে - শুভলগন গেল চলে—"

আমরা গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করি সেইসব মানুষজনে, দেশ-বিদেশের অনেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব যাঁরা চিরবিদায় নিয়েছেন - যেমন অভিনেতা ইরফান খান, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত সিং, এস.পি. বালাসুব্রমণিয়ম, প্রখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার সরোজ খান, ডলি জ্যানসন, সিন কনরি, কেলি ব্রেটসন, ডায়ানা রিগ, নউইক ..ম্যান, রিভ ডগনস, ফ্রেড উইলার্ড এবং আরও অনেকে, তাঁদের আমরা স্মরণ করি ও শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করি।

এই সঙ্গে আমরা স্মরণ করি এইসময়কালে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের, যাঁদের আমরা হারিয়েছি। প্রতিটি শোকগ্রস্থ পরিবারকে আমাদের সমবেদনা। কামনা করি অসুস্থের দ্রুত ব্যধি নিরাময় এবং প্রার্থনা করি এক নতুন উন্মুক্ত জীবনের—

"মরুবিজয়ের কেতন উড়াও হে শূন্যে।"

PUNDARIKAKSHYA SAHA
Member,
West Bengal Legislative Assembly

Baralghat Road
Nabadwip, Nadia
M. : 8389072500
6294182495

Date ১০.০৯.২০২২.

শুভেচ্ছাবার্তা

মারণ ভাইরাস করোনার কবলে পড়ে বিশ্ব সহসা থমকে গিয়েছিল। আমরা হয়ে পড়েছিলাম ঘরবন্দি। সেখানেও নিস্তার ছিল না। বুঝেছিলাম 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'। তারপর কিছুটা হলেও আমরা এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছি। করোনা আবহে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ তাদের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেনি। শুনলাম ২০২১ সালের স্থগিত হওয়া পত্রিকা ২০২২ সালে যৌথভাবে প্রকাশিত হবে। এ সংবাদ খুব আনন্দের। কলেজ পত্রিকা হল শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের প্রথম সোপান। এর পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হবে তরুণ প্রতিভার ভাব ও ভাবনার বাণীরূপ। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা একজন শিক্ষার্থীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরি করতে পারে না। নানা ধরনের সহপাঠক্রমিক বিষয়ের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে না পারলে প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটে না। তাই কলেজ পত্রিকা শুধু কলেজের দর্পণ নয়, তরুণ প্রজন্মের মনেরও দর্পণ। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে বার্ষিক পত্রিকা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠুক--- এই কামনা করি।

পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা ১০/০৯/২০২২.

(পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা)

প্রতি,
ড. স্বপন কুমার রায়
অধ্যক্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

Biman Krishna Saha
Chairperson
Nabadwip Municipality
Nabadwip, Nadia.
Pin.– 741302

✆ : S.T.D.– 03472,
Office : 240-008, 241-279
✆ : Resi. : 240-550
Mob. : 9332422704

শুভেচ্ছা

Date 14/7/2021

We are all aware that the COVID-19 pandemic has caused abrupt and profound changes around the world. This is the worst shock to education systems in decades with the longest school closures combined with looming recession. As a result Nabadwip Vidyasagar College could not issue any magazine in the year 2021. Now it is a matter of great joy that the college has decided to publish magazine for the year 2021 & 2022 collectively. I am confident that the college will continue to maintain its excellence and character with great distinction.

I am sure that the articles to be published in the souvenir will be of special interest to students and teacher who believe in improving the quality of higher education as well as building and idealism in students.

শ্রী বিমান কৃষ্ণ সাহা
পৌরপ্রশাসক
নবদ্বীপ পৌরসভা
Chairperson
Nabadwip Municipality

Board of Administrators
Estd.- 1869
Nabadwip
Nabadwip Municipality

প্রতি,
ড. স্বপন কুমার রায়
অধ্যক্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म
ज्ञानं त्यागः सेवा च
नवद्वीपधाम
नवद्वीपविद्यासागरमहाविद्यालयः

(03472) 240-014

Nabadwip Vidyasagar College

NABADWIP, WEST BENGAL

Ref.No. ....   ***Date :*** ....

অধ্যক্ষের কলমে—

প্রতি বছরের মত এই বছরেও ‘‘নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা– ২০২১’’ প্রকাশিত হতে চলেছে। প্রতিবারের ন্যায় এইবারেও এই সংবাদে আমি আনন্দিত। পঠন–পাঠনের পাশাপাশি ছাত্র–ছাত্রীরা কিছু লিখে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পায় যে কলেজ পত্রিকার মাধ্যমে। গতবারের ন্যায় এই বছরেও Onlineপত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে। যদিও COVID-19 পরবর্ত অধ্যায় এবং আরও কিছু পরিস্থিতি গত কারণে বিলম্ব হল। এই পত্রিকার সর্বা*ীণ সাফল্য কামনা করি।

আমাদের কলেজ Academic এবং নানাবিধ কাজে যেমন– ছাত্রভর্তি, শিক্ষার উন্নয়ন যথেষ্টউল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও RUSA তে মডেল কলেজ নির্বাচনের পরে অনেক উন্নয়ণমূলক কাজ হয়েছে। আরও কিছু কাজ অগ্রগতির পথে এবং দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে।

তবু চলার কোন শেষ নেই। মহামারীজনিত ক্ষয়ক্ষতি সামলে এগিয়ে যাওয়াই হোক আমাদের লক্ষ্য। আমার স্থির বিশ্বাস যে সকল ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সকলের সাহচর্যে আমরা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অগ্রসর হব। স্নেহাস্পদ সকল ছাত্র–ছাত্রী, সহকর্মী ও পত্রিকার সং* সংশ্লিষ্টসকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

Principal
Nabadwip Vidyasagar College
Nabadwip, Nadia-741302

(03472) 240-014
Nabadwip Vidyasagar College
NABADWIP, WEST BENGAL

Ref.No. .... *Date : ....*

শুভেচ্ছাবার্তা

It's a great pleasure that our beloved college is coming up with the students' Magazine- 2021. In keeping with the tradition, this Magazine is an yearly opportunity for everyone to flex their literary muscles and see the ultimate result in print. COVID-19 pandemic caused some delay but the means publication means a grate success. I sincerely wish this endeavor its literary and creative success.

শুভেচ্ছান্তে—

সম্পাদক
শিক্ষক সংসদ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

(03472) 240-014
Nabadwip Vidyasagar College
NABADWIP, WEST BENGAL

Ref.No. .... *Date : ....*

শুভেচ্ছাবার্তা

গত বছরের মতো এই বছরেও নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশনার খবরে আনন্দিত হলাম। মহামারীর মধ্যে এই পত্রিকার প্রকাশ এক অভাবনীয় সাফল্য। ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের লেখনীতে কল্পনার চিন্তার বিস্তার শিক্ষার অঙ্গনে তাদের দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য, সামাজিক ও দায়িত্ববোধের পরিচয় রাখবে — আমার বিশ্বাস।

পত্রিকার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই।

শুভেচ্ছান্তে—
অশোক দে
সম্পাদক
কর্মচারী সমিতি
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

সূচীপত্র

মূল-ভাবনাঃ

বিষয়	পৃঃ
আমার কথা	১১ - ১২
কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ	১৩
আমাদের শিক্ষকমন্ডলী	১৪ - ১৫
আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ	১৬ - ১৭
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের (২০২০-২১) দাবী ও সাফল্য	১৮
ঃ কবিতা ঃ	
দৃষ্টিভঙ্গি	১৯
প্রিয়তমা আশ্রয়	১৯
আকস্মিক	২০
উপলব্ধি	২১
প্রকৃতির তাণ্ডব	২২
পরিচয়	২৩
ঃ প্রবন্ধ ঃ	
ক্রোধ	২৪ - ২৫
ঃ কবিতা ঃ	
You are belong to me	২৬
গ্রামের মৃত্যু	২৭
বিসাদোল	২৭
The art of life	২৮
মা	২৮
উন্মাদতার কথা	২৯
প্রাণ	২৯
বসন্তে রঙ লাগলো	৩০

বিষয়	পৃঃ
ঃ কবিতা ঃ	
মেয়ে মানেই বিয়ে	৩০
মাস্ক	৩১
আমি	৩১
ঃ প্রবন্ধ ঃ	
বহুরূপে সম্মুখে তোমার	৩২ - ৩৩
ঃ কবিতা ঃ	
শিক্ষকতা	৩৪
অঝোরে পড়ে যাওয়া	৩৪
এ শহর	৩৫
দেখিয়া শ্রীমুখ	৩৫
মন মস্তিষ্ক	৩৬
দ্বার খোল	৩৬
ইন্টারনেটের মায়া	৩৭
কোপাই নদীতে	৩৭
লকডাউনে সবুজ প্রেম	৩৮
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ	৩৯
স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন-২০২০	৪০
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষকসংসদ ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ	৪১
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০২০	৪২
প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন- ২০২১	৪৩
এন.এস.এস. ও এন.সি.সি.-র কর্মসূচী-২০-২১	৪৪
চিত্রাঙ্কন	৪৫-৫০

আমার কথা

সোনার বাংলা সুপ্রাচীন ও সুপরিচয় সম্পন্ন নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ আমাদের সবার প্রিয়। আমাদের শহর নবদ্বীপকে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলা হত। সেই গৌরবভূমির বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের এই সুবিশাল নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। যত দিন গড়িয়েছে নবদ্বীপের সাথে সাথে এই কলেজের গৌরব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষানুরাগী সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র হিসেবে আমি গর্বিত। এই বার্ষিক কলেজ পত্রিকার মাধ্যমে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাই বোনদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন সহ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমতা রেখেই মহাবিদ্যালয় এর অনার্স, পাস কোর্সের আসন সংখ্যা ও সাফল্যের হার বাড়ানো, পাঠাগার, স্মার্ট ক্লাসরুম, গবেষণাগার সহ মহাদ্যিালয়ের উন্নয়ণ এমনকি দূর শিক্ষার মাধ্যমে মহা বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের গতি সঞ্চারসহ সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে এই কলেজে।

কলেজের সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরাই কলেজের মূল ভিত্তি। কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যদি আমাদের সঙ্গ না দিত তাহলে হয়তো আমাদের উন্নতির গতি কিছুটা ব্যাহত হত। সবশেষে কলেজ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং কলেজ পত্রিকা প্রকাশের জন্য কলেজের সর্বস্তরের কাছ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

গোপাল চক্রবর্তী
বি.এ. সাধারণ (**SEM-VI**)

আমার কথা

'বিদ্যার সাগর তুমি
বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি
সেই জানে মনে।"

বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত আমাদের মহাবিদ্যালয় দীর্ঘসময় ধরে গ ক্ষাদান করে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজের উচ্চস্তরের নানান কাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আগের কলেজের থেকে প্রতিষ্ঠানগতভাবে বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের কাছাকাছি। দূরদূরান্তের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ বেড়েছে।

কলেজের শিক্ষক, শিক্ষিকাবৃন্দ, পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি আমাদের গর্বের ছাত্র-ছাত্রীরা সামগ্রিকভাবে কলেজের প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। তার ফলে সুষ্ঠুভাবে ও সুন্দর সুচারুভাবে কলেজের পঠন-পাঠন ধারাবাহিকভাবেই এগিয়ে চলে। নবদ্বীপের একমাত্র কলেজে এখন এম.এ ক্লাসে বেশ কয়েকটি বিষয় পড়ানো হয়। এই কলেজের ছাত্র হিসেবে আমি গর্বিত।

অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের জানাই প্রণাম। ছাত্রছাত্রী ও বন্ধুদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। করোনাকালে সবাই ভালো থেকো সুখে থেকো এই কামনা করি এবং শিক্ষার আলো সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশা রাখছি। ২০২১ বর্ষের কলেজে পত্রিকা সফল হোক এই কামনা করি।

বিজয় দেবনাথ
ইতিহাস অনার্স (SEM-III)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

নবদ্বীপ, নদীয়া

কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ

১।	শ্রী বিমান কৃষ্ণ সাহা	-	সভাপতি, পরিচালন সমিতি (পৌর প্রধান, নবদ্বীপ পৌরসভা)
২।	ডঃ স্বপন কুমার রায়	-	অধ্যক্ষ, সম্পাদক পরিচালন সমিতি
৩।	ডঃ হেমন্ত ভট্টাচার্য	-	সদস্য (পঃবঃ সরকার, শিক্ষা দপ্তর প্রেরিত)
৪।	ডঃ প্রসেনজিৎ দেব	-	সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)
৫।	ডঃ শর্মিষ্ঠা মাইতি	-	সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)
৬।	অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা বসু	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
৭।	অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
৮।	অধ্যাপক অখিল সরকার	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
৯।	অধ্যাপক পীযুষ ভদ্র	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
১০।	শ্রী অশোক দে	-	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী

কলা বিভাগ

বাংলা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা কল্যাণী রায়
২। অধ্যাপিকা ডঃ তপতী ঠাকুর
৩। অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা বসু
৪। অধ্যাপিকা অরুণিমা চক্রবর্তী
৫। অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা

সংস্কৃত বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ সোমা মণ্ডল
২। অধ্যাপক বিপ্লব বাগদী
৩। অধ্যাপক নিতাই পাল
৪। অধ্যাপিকা নন্দিতা দাস
৫। অধ্যাপক ডঃ জয়দেব ভট্টাচার্য (SACT)
৬। অধ্যাপিকা স্বাতী ভট্টাচার্য (SACT)

ইংরাজি বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বিশ্বাস
২। অধ্যাপক পীযুষ ভদ্র
৩। অধ্যাপক রুপেন মণ্ডল
৪। অধ্যাপক দীপাঞ্জন ঘোষ

ইতিহাস বিভাগ

১। অধ্যাপক নির্মল হাটী
২। অধ্যাপিকা ডঃ সুতপা সাহা (মিত্র)
৩। অধ্যাপক ডঃ অখিল সরকার
৪। অধ্যাপিকা তারামণি তরফদার (SACT)
৫। অধ্যাপিকা শ্রাবন্তি দাস (SACT)

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

১। অতিথি অধ্যাপক সুধাংশু মন্ডল
২। অধ্যাপক আব্দুর লতিফ শেখ (SACT)
৩। অধ্যাপিকা পূজাশ্রী চক্রবর্তী (SACT)

অর্থনীতি বিভাগ

১। অধ্যাপক বাদল কুমার দত্ত
২। অধ্যাপিকা সঙ্গীতা দত্ত
৩। অধ্যাপক ডঃ অনুপ কুমার সাহা

দর্শন বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ বৈশাখী বর্মণ
২। অধ্যাপিকা শম্পা দাস
৩। অধ্যাপিকা দেবমিতা চৌধুরী (SACT)
৪। অধ্যাপক শুভম দাস (SACT)
৫। অধ্যাপক কিশোর পাল (SACT)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১। অধ্যাপক দেবাশিস দাশ
২। অধ্যাপক সমীর মিত্র
৩। অধ্যাপক রিন্টু মাহন্ত
৪। অধ্যাপক সোমনাথ পাল (SACT)
৫। অধ্যাপিকা অনিতা রায় (SACT)
৬। অধ্যাপক সুব্রত দাস (SACT)

ভূগোল বিভাগ

১। অধ্যাপিকা শিল্পী মণ্ডল (SACT)
২। অধ্যাপক ফারুক বিশ্বাস (CWTT)

বিজ্ঞান বিভাগ

গণিত বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার মণ্ডল
২। অধ্যাপক ডঃ দেবীপ্রসাদ আচার্য
৩। অধ্যাপক ডঃ সমীরণ সেনাপতি
৪। অধ্যাপক ডঃ চিন্ময় বিশ্বাস
৫। অধ্যাপক শুভজিৎ সেন (SACT)

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ প্রভাস মণ্ডল
২। অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু গণাই
৩। অধ্যাপক রাজকুমার মণ্ডল
৪। অধ্যাপক ডঃ অসীম কুমার বিশ্বাস
৫। অধ্যাপিকা নিদর্শনা গুহ (SACT)
৬। অধ্যাপক সুদীপ্ত মোদক (SACT)

রসায়ন বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ মৌসুমী রায়চৌধুরী
২। অধ্যাপক পঙ্কজ সরকার
৩। অধ্যাপক ডঃ ভাস্কর চ্যাটার্জী
৪। অধ্যাপিকা ডঃ সোমা শেঠ (দুলে)
৫। অধ্যাপিকা মণিষা দাস (SACT)

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ মধুবন দত্ত
২। অধ্যাপক ডঃ নির্মাল্য দাস
৩। অধ্যাপিকা ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী সাহা

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ স্বাতী দাশ (সুর)
২। অধ্যাপক ডঃ শুভদীপ চক্রবর্ত্তী
৩। অধ্যাপক অমিত হালদার
৪। অধ্যাপক ডঃ কৌশিক সেনগুপ্ত (SACT)
৫। অধ্যাপিকা ডঃ দময়ন্তী ভট্টাচার্য (SACT)

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অনির্বাণ বিশ্বাস (SACT)
২। অধ্যাপিকা শুচিস্মিতা সাহা (SACT)
৩। অধ্যাপক রাজা ব্যানার্জী (SACT)

কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ

১। অধ্যাপিকা নিমিষা রায় (SACT)
২। অধ্যাপক অনির্বাণ ভরসা (CWTT)

শারীরতত্ত্ব বিভাগ

১। অতিথি অধ্যাপক দেবব্রত বিশ্বাস
২। অতিথি অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ সরকার
৩। অতিথি অধ্যাপক নিশীথ কুমার সরকার

বাণিজ্য বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ প্রণব নাগ
২। অধ্যাপক ডঃ স্বপন কুমার রায় (অধ্যক্ষ)
৩। অধ্যাপক ডঃ জয়দীপ দাশগুপ্ত
৪। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী
৫। অধ্যাপক ডঃ তপন কুমার সামন্ত
৬। অধ্যাপক ডঃ অমিত কুমার চক্রবর্তী
৭। অধ্যাপক অমিত কুমার বিশ্বাস (SACT)

গ্রন্থাগার বিভাগ

শ্রী অমলেন্দু দাস — গ্রন্থাগারিক

আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

অফিস কর্মী

১।	শ্রী অশোক দে	-	কোষাধ্যক্ষ
২।	শ্রী বাদল দত্ত	-	হিসাবরক্ষক (অস্থায়ী)
৩।	শ্রী সুরজিৎ নন্দী	-	করণিক (অস্থায়ী)
৪।	শ্রী তরুণ কান্তি ঘোষাল	-	করণিক (অস্থায়ী)
৫।	শ্রী দেবব্রত মোদক	-	করণিক (অস্থায়ী) এন.সি.সি. অফিস কর্মী
৬।	শ্রী অনির্বাণ ঘোষ	-	করণিক (অস্থায়ী)
৭।	শ্রী সিদ্ধার্থ গুঁই	-	করণিক (অস্থায়ী)
৮।	শ্রী মাণিক চন্দ্র মোদক	-	পিওন
৯।	শ্রী জয়দেব দাস	-	পিওন
১০।	শ্রী গণেশ ভট্ট	-	দারোয়ান
১১।	শ্রী আনন্দ হাড়ি	-	পিওন
১২।	শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্ত্তী	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৩।	শ্রী মিঠুন দে	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৪।	শ্রী স্বপন দেবনাথ	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৫।	শ্রী সোমনাথ মল্লিক	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী, ইলেকট্রিশিয়ান (অস্থায়ী)
১৬।	শ্রী জগন্নাথ নাথ	-	মালি (অস্থায়ী)
১৭।	শ্রী নিমাই মিত্র	-	নিরাপত্তা রক্ষী (অস্থায়ী)
১৮।	শ্রী সৌরভ দেবনাথ	-	নিরাপত্তা রক্ষী (অস্থায়ী)

রসায়ন বিভাগ

১।	শ্রীমতি সোমা সাহা	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)
২।	শ্রীমতি মাধুরী সাহু	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)
৩।	শ্রী বিপ্লব বিশ্বাস	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

১। শ্রী মনোতোষ সরকার - বীক্ষণাগার কর্মী

২। শ্রী সৌমেন কুমার দাস - বীক্ষণাগার কর্মী

উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ

১। শ্রী সুরাজ বণিক - বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

পদার্থ বিদ্যা বিভাগ

১। শ্রী গৌরচন্দ্র ঘোষ - বীক্ষণাগার কর্মী

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

১। শ্রী সাধন বণিক - বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

গ্রন্থাগার বিভাগ

১। শ্রীমতি ঝুমা সাহা - গ্রন্থাগার করণিক (অস্থায়ী)

২। শ্রী নৃসিংহ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় - গ্রন্থাগার পিওন(অস্থায়ী)

৩। শ্রী দীপঙ্কর দাস - গ্রন্থাগার পিওন(অস্থায়ী)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র—ছাত্রীদের দাবী

১। নতুন রূপে কলেজ সাজিয়ে তোলা।
২। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর অভাব অভিযোগ খতিয়ে দেখা ও সমস্যার সমাধান করা।
৩। কলেজের সাইকেল গ্যারেজের আয়তন বৃদ্ধি করা।
৪। কলেজ N.C.C. ও N.S.S. কে আরও সক্রিয় করা।
৫। কলেজে যথেষ্ট পরিমাণে অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করা।
৬। কলেজ **Book Bank** এর ব্যবস্থা করা।
৭। কলেজ প্রাঙ্গনে একটি সুন্দর উদ্যান তৈরী করা।
৮। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অর্ধেক / পুরো কমপেনশেসনের ব্যবস্থা করা।
৯। কলেজ ক্যান্টিনকে পুনরায় চালু করা।
১০। সমস্ত B.Sc. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত গবেষণাগারের (আধুনিক যন্ত্রাদিসহ) ব্যবস্থা করা।
১১। কলেজে পাণীয় জলের ব্যবস্থা আরো উন্নত করা।
১২। কলেজে ব্যবহার যোগ্য বাথরুম এর উন্নতি সাধন করা।
১৩। লেডিস **SC/ST Hostel** চালু করা
১৪। বয়েজ **SC/ST Hostel** চালু করা।
১৫। দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিবহন ভাতা চালু করা।

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র—ছাত্রীদের সাফল্য

১। কলেজের লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২। কলেজ লাইব্রেরীতে **Online e-book** এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩। **Geography** তে পঠন পাঠন শুরু করা হয়েছে।
৪। **Computer Science** এ পঠন পাঠন শুরু করা হয়েছে।
৫। **Physical Education** বিভাগ চালু করা হয়েছে।
৬। স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরী করা হয়েছে।
৭। অনার্স ও পাশ কোর্সে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮। বিভিন্ন শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।
৯। অত্যাধুনিক কলেজ অফিস তৈরী করা হয়েছে।
১০। লাইব্রেরীকে নতুন করে সাজানো হয়েছে।
১১। অনেকগুলো ক্লাসরুমকে নতুন করে সাজানো হয়েছে।
১২। কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য **Multi- Gym**-র ব্যবস্থা হয়েছে।
১৩। নতুন করে কলেজকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।
১৪। লেডিস **Hostel** চালু হয়েছে। (সকলের জন্য)
১৫। বয়েজ **SC/ST Hostel** চালু হয়েছে।
১৬। বাসকেট বল কোর্ট হয়েছে।
১৭। উপযুকক্ত সেমিনার কক্ষ তৈরী হয়েছে।
১৮। কলেজে লেডিস বাথরুম তৈরী হয়েছে।

কবিতা

দৃষ্টিভঙ্গি

যা আমার কাছে সঠিক
তা তোমার কাছে বেঠিক
তুমি বলো স্বার্থের উর্দ্ধে নেই কিছু,
আমার মতে স্বার্থহীন ভালোবাসাই সবকিছু!
যা তোমার চোখে প্রিয়
তা আমার চোখে অপ্রিয়।
তুমি বলো পাহাড় অতুলনীয় সুন্দর,
আমার মতে ঢেউয়ে ভরা সমুদ্রই চিরন্তর!
যা আমার কাছে মূল্যবান
তা তোমার কাছে তুচ্ছ।
তুমি বলো এই অনিশ্চিত জীবনের নেই কোনো মূল্য,
আমার মতে তা কি কোনো কিছুর সাথেই তুল্য!

আচ্ছা তবে কি সঠিক?
কি বা বেঠিক??
কোনটি প্রিয়?
কোনটিই বা অপ্রিয়??
কি সেই মূল্যবান??
কি বা তুচ্ছ??

প্রশ্নের উত্তর কি বেজায় জটিল?
নাহ.. দৃষ্টিভঙ্গির আঙিনায় তুমি আমি
সকলে সঠিক আবার সকলেই বেঠিক
সকল কিছু প্রিয় আবার সকল কিছুই অপ্রিয়
সকল কিছু মূল্যবান আবার সকল কিছুই তুচ্ছ।

অনিকা চক্রবর্ত্তী
ইংলিশ অনার্স (SEM-IV)

প্রিয়তমা- আশ্রয়

এতটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে...
আমি শিথিল হয়ে গেলেম
দু-চোখ বন্ধ করে মনে হলো আমি এক পাখি
উড়ে গেলাম তোমা পানে
ওড়া থামিয়ে নামলাম যখন তোমার হাতে,
দেখলাম তোমার অপূর্ব বিন্দি
লাল টকটকে আর কিছুটা অংশে কমলা করা...

শুধু চেয়ে রইলাম তোমা পানে
কতদিনের আলাপ আমাদের
তবু নিত্যদিন, তোমার নিত্য রূপে আমি বাক্‌রুদ্ধ।
তোমার হাত থেকে নেমে
তোমার সামনে যখন উড়ে বেড়াচ্ছিলাম
মনে হচ্ছিল এটাই আমার আস্তানা—
এই এটাই তো যেন খুঁজছিলাম
আমার আমিও যেন বিলীন হল তোমাতে
হঠাৎই নেচে উঠলাম তোমার ছন্দে...

তারপর আরও কিছুক্ষণ এই ওড়া
ফিরলাম আবার আমার বাসায়।।

চন্দ্রিমা ঘোষ
জ্যুলজি অনার্স (SEM-II)

কবিতা

আকস্মিক

বর্ষা রাতের ভেজা স্তব্ধতা,
সেই সঙ্গে উথলিয়ে উঠেছিল-
মণ্ডুক মণ্ডুকিনীর প্রেমোল্লাস।
নতুন পুকুরের শ্যাওলা করণ করছে,
নর্দমাকে আশ্রয় করা পোকামাকড়ের আনন্দনৃত্য।
মন্ডুকিনীর তীক্ষ্ণ ডাক, বর্ষার স্ফূর্ত মিলন আকাঙ্খা।
বৃদ্ধি করলো প্রতিবেশী মণ্ডুকের আবেগের বেগ।

ক্রমশ অসহ্য হচ্ছে দূরত্ব,
মণ্ডুকিনীর নিকটে আসার কি সুদৃঢ় প্রচেষ্টা!
ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে দূরত্ব-মিলনের জ্বালা হ্রাসমান।
একটা কিছু বয়ে গেলো মণ্ডুকের উপর;
হাওয়াতে উবে গেল মণ্ডুকের প্রেম-ভালোবাসা-কামনার অতৃপ্তি।
উচ্ছিষ্ট হয়ে পড়ে থাকল;
থেঁতো হয়ে যাওয়া প্রেমিকের
দলানো তরতাজা মাংসপিণ্ড,
সবকিছু থমকে গেলা
হাইওয়ের রাস্তায়।

আকাশ রায়
বাংলা অনার্স (SEM-IV)

কবিতা

উপলব্ধি

চারিদিকে আতঙ্ক এবং মৃত্যুর ধ্বনি,
কোভিড এ যে আমরা ঘরবন্দি।
বদ্ধ ঘরে জীবন যেন স্তব্ধ,
আজ যেন জীবন ও জীবিকার যুদ্ধ।
জানি না কার হবে জয়,
আমি চাই মৃত্যুর পরাজয়।
মৃত্যুকে করি না ভয়,
তবে এভাবে মরিতে কে বা চায়।।

মরণের পর সন্তান দেখতে পায় না মায়ের দেহ,
শোকাহত পরিবারের পাশে থাকে না কেহ।
আমরা প্লাস্টিক দিয়ে প্রকৃতিকে আচ্ছাদন করেছি
তারই কর্মফলে মৃত শরীরকে প্লাস্টিক দিয়েই মুড়েছি।
প্লাস্টিকে মোড়া মৃত শরীরের পাহাড়,
মনে করিয়ে দেয় মানুষ আজ কত অসহায়।।

আজ প্রতিষেধক ও আমরাই বানিয়েছি,
অসহায়ত্বকে ও জয় করেছি।
জয়-পরাজনের খেলায় হারিয়েছি জীবন ও জীবিকা;
আবার শিখেছি নতুন করে বাঁচা, নতুন জীবিকা।
চিতার আগুন দেখে চোখে আসে জল,
মনে পড়ে যায় জ্বলন্ত আমাজন জঙ্গল।
সেদিন নীরবে পুড়েছিল পৃথিবীর ফুসফুস,
তাই বোধহয় মরণব্যাধির ঠিকানই ফুসফুস।।

আমরা সৃষ্টির আশায় ধ্বংসের খেলায় মেতেছি,
আর সেই কুকর্মের ফলেই পেয়েছি।
এসে হাতে হাত রেখে শপথ নিই আজ;
আর নয় জৈব যুদ্ধাস্ত্র আর নয় দূষণ
ধ্বংস নয়, প্রকৃতিকে রক্ষা করাই আমাদের কাজ।

রাকেশ রায়
বটানি অনার্স (SEM-VI)

কবিতা

প্রকৃতির তান্ডব

এই তো ক'দিন আগের কথা
টেলিভিশন আর পেপারে
হেড লাইন ছিল
নারী নির্যাতন আর হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা।
কত যে গোলাগুলি, বোমাবাজিতে
ঝরা নিরীহ মানুষের রক্ত
ঐ সব দলাদলি, বিভেদ নিয়েই
মানুষ ছিল ব্যস্ত।
তারই মাঝে হঠাৎ এক যুদ্ধে হুঁশিয়ারি
দলে দলে তৈরি সবাই করবে মারামারি,
চমকে উঠেই ... বলল কেউ,
ওরে থাম আর নয় বারাবারি
চোখ খুলে চেয়ে দেখ বিশ্বজুড়ে
আজ হয়েছে কার্ফু-জারি।
কোথাও কেউ নেই, কাওকেই দেখা যায় না
শুধু শোনা যায় আশেপাশে স্বজন-হারা কান্না
মন্দির, মসজিদ, স্কুল, অফিস সবই এখন বন্ধ
বাতাসে যে ভাইরাস রয়েছে শুধু আতঙ্কের গন্ধ,
কখন যে দমটা আটকে যায় আর চোখটা হয় অন্ধ,
বাঁচার আশায় সব ঘরে ঢুকেছে দরজা করেছে বন্ধ।
প্রকৃতিও যেন উঠেছে ক্ষেপে করতে সর্বনাশ
কত মানুষের ঘর ভাঙ্গল তাউকেতে আর ইয়াস,
প্রকৃতির বুকে সবাই সমান নেই কোন জাতপাত
তাই জাতি ভেদ ভুলে সব মেলাও হাতে হাত
এক সাথেই রইব আমরা করবনা আর ভয়
হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই এবার আমরাই করব এই যুদ্ধ জয়।

জ্যোতি বিশ্বাস
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (SEM-IV)

কবিতা

পরিচয়

লিখবো এক কবিতা কিছু! কিন্তু;
কবিতা বলে কাকে?
কেউ হয়ে ওঠে প্রকৃত প্রেমী,
কেউ লেখে মানবতার সাথে।

আমি লিখবো জীবন কথা;
যাতে দুঃখের মাঝে সুখের ছটা,
সুখটাই যেন বদলে দুঃখে
মুচকি মুচকি হাসে।।

সময়টা ছিলো বছর আগে
মানুষ বন্দি ঘরে ঘরে
খাদ্যাভাবে, জীবিকাবিহীন;
একলা ঘরে নিঃসঙ্গীন
মৃত্যু ভয়ে বেঁচে থাকার দিন
গোনায় সাজে।

বছর গেলো কমলো ভয়,
তবুও;
কী মৃত্যু কম মনে হয়?
রাতের পরেও রাত হয় যে,
মৃত্যু তেমন সত্য রয়।

মধ্যবিত্ত খাদ্য পায়, অতি গরিব
ভিক্ষা চায়, তাই কী বলে
উচ্চবানের ধন যে বিশাল
তাদের আছে তারাই নেয়।।

আরে ভাই একটু দেখো
গরিব বিত্ত দিচ্ছে তাদের
তাতেই তারা করছে জয়
তাই বলে কী সুখী তারা?

উত্তর আসে না! আজ যে রোগী
কাল সে ফতুর, প্রিয় জন হারা
শোক যে প্রচুর; আজ ত্যাগী
সে কাল নিহত; বৃথায় জীবন
দুঃখ শত।

মেতেছে জীবন তাই যেন এক
'সুখের খেলায়,
দুঃখ বিনা জীবন তাই আর যে
কিছু নয়।

জীবন শেষে এক ঠাঁই
উলঙ্গ সকল শরীর পায়
শবের বেশে চুল্লি কাঠে
শরীর হবে পুড়ে ছাই।

ওহে! মানুষ সবাই;
ধনী গবিব কিছুই নয়।।

জয়িতা ব্যানার্জী
দর্শন অনার্স (SEM-VI)

প্রবন্ধ

ক্রোধ

ক্রোধ (মানে গরম) ঃ- ক্রোধ হওয়া মানেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এটাই আমাদের বলা হয়ে থাকে, আমাদের ক্রোধ হলে সঠিক বিচার হারিয়ে ফেলি।

কিন্তু—

এর এক সুন্দর উদাহরণ হলো, এই যে- যখন আমরা জলকে উষ্ণতার মাধ্যমে গরম করি, তখন জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায় এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে (মানে উষ্ণতার কারণে জল হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যায়)।

তেমনভাবেই আমাদের বাস্তব জীবনে কোনো মানুষ ক্রোধ (গরম) হলে তাঁর সমস্ত ভালো বুদ্ধি জলের মতো বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায় এবং সে তার জীবনে সঠিক বুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগ করতে পারে না। তার কোনো সঠিক বিচারবুদ্ধি বিবেচনা থাকে না। তাই আমাদের মহান জ্ঞানী পণ্ডিতগণরা বলে গেছেন যে- 'ক্রোধই হলো জীবনের মূল ধ্বংসের কারণ।'

ঠান্ডা (শান্ত)ঃ- শান্ত স্বভাবের ব্যক্তি সব কাজ শান্ত মাথায় সুন্দরভাবে ধৈর্য্য সহকারে করতে পারে।

কিন্তু

এর এক সুন্দর উদাহরণ হলো, এই যে- জলের ঠিক বিপরীতধর্ম যখন জল ঠাণ্ডা হয় তখনই চারিপাশের সব জলীয় বাষ্প এবং ছোটো ছোটো জলবিন্দু একত্র হয়ে জমাট বেঁধে বরফে (কঠিন) এ পরিণত হয়। ফলে তার ক্ষমতাও বিস্তৃতি বাষ্পের থেকে বেড়ে যায়। বরফ আগের থেকে (মানে জলীয় বাষ্পের থেকে) ভারী হয়ে যায় এবং হাওয়ায় চারিদিকে ভেসে বেরোয় না এদিক ওদিক।

এরজন্য জ্ঞানী পণ্ডিতেরা বলে থাকেন যে শান্ত ব্যক্তিরা ধৈর্য্য সহকারে সব কাজ করতে পারেন এবং জীবনে সফলতার দিকে এগিয়ে যায়।

ক্রোধ এবং শান্তের তাৎপর্য ঃ-

ক্রোধের বশতঃ তুমি এক নিমেষে তোমার সমস্ত ভালো বুদ্ধি, সুনাম, খ্যাতি, বিবেচনা ইত্যাদি হারাতে পারো।

যেমন- জল তার আগের তরল অবস্থাকে হারিয়ে ফেলে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে এদিক ওদিক

ছড়িয়ে থাকে। ঠিক বিপরীত ধর্মে (জলের ঠাণ্ডা বা কঠিন অবস্থা) ঃ- জল যখন ঠিক ঠাণ্ডা হয় তখনই সে আর এদিক ওদিক ছড়িয়ে না থেকে বরং ঠাণ্ডা হয়ে জমে তার নিজের আকারে বরফে পরিণত হচ্ছে। যা সবারই প্রত্য ক্ষভাবে ব্যবহারে লাগছে। যে আগের থেকে আয়তনে অনেক বড়ো ও কঠিন হচ্ছে এবং যার ভরও বেড়ে যাচ্ছে এবং সে এক সুন্দর সাদা বর্ণের রূপ পাচ্ছে। তেমনই জল মানে এখানে মানুষকে ধরা হচ্ছে এবং জলের এই দুই অবস্থার মতো মানুষের ও দুই অবস্থার ক) ক্রোধ(গরম) ও খ) ঠাণ্ডা (শান্ত) ধর্মের কথা বলা হয়েছে।

মানুষ যখনই তার শান্ত অবস্থায় থাকে, সে অনেক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তা হয়ে থাকে এবং সে তার বিক্ষিপ্তচিন্তা, ভাবনা ও বিবিধ বুদ্ধি, বিবেচনাগুলিকে একজায়গায় একত্রিত করে বরফের মতো জমাট বেঁধে রাখে(বিক্ষিপ্তচিন্তা, ভাবনা বুদ্ধি ও বিবেচনাকে ওই গরম জলরীয় বাষ্পের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা ঠান্ডা বা শান্ত অবস্থ্য় বরফের মতো জমাট বেঁধে থাকে) এবং যা আমাদের মনকে শান্ত স্থির করে জীবনের এই বহমান চলার পথটাকে আরও সুগম, সুন্দরময় ও আরও মসৃণ করে তোলে। সেই শান্ত মানুষটার ভেতরে এক সুন্দর বুদ্ধি বিবেচনাময় এক নতুন রূপের ভালোমানুষের আবির্ভাব (জন্ম) হয়।

শান্ত অবস্থায় থাকা মানুষ যেমন নিজের কাছে উপযোগী তেমন সে সমাজের কাছেও অনেক দামী ও উপযোগী ব্যক্তি রূপে নতুনভাবে পরিচয় পায়।

"তাই শান্ত ধর্ম বেশি শ্রেয় ক্রোধ ধর্ম অপেক্ষা।"

সৌভিক মণ্ডল
এম.এ সংস্কৃত (SEM-III)

YOU ARE BELONG TO ME

I promise I won't call you beautiful when we meet or when we hold hands and I can't stop drinking in your face with my eyes.
I promise I won't say you are the most beautiful one in this world, even when I can't drop my gaze from from your petal soft lips
Instead I'll hold you tight in my arms, put my chin on your head, let you hear how crazy you made my heart beat just by your existence.
Instead I'll say you belong to me. You are so unique and enchanting that makes me feel like this when there are millions existing but none like you.
Instead I'll say Beautiful is just a standard that's set by people with ridiculous surrealism. Beautiful is what people are creating these days ... For people if you have a good nose your ears are big, if your lips are pouty and juicy your teeth have gaps, if yor're curvy you're short... There's a constant fixing they will insist you to do.
But for me I like when you pull your back to bloom a bud you call a messy bun in your head. For me I like the happiest smile you give when you eat your favorite chocolates. For I love it when you say I love who I'm. I'm confident of myself. I love your personality but I cherish your face too. You are too unique to be compared with these trash worthy standards of beauty. I just like how you make my heart work harder each time you look at me, get closer to me, even when I think of you give me those pretty grins on my face..
So instead of saying you are beautiful I'll say you belong to me.

মিতালী ঘোষ
বটানি অনার্স (SEM-IV)

কবিতা

গ্রামের মৃত্যু

গ্রামের বুকে ক্ষতের দাগ
গ্রাম আজ করে ছটফট।
চাষের জমির মাঝে আজ
গড়ে উঠছে কংক্রিটের রাজ।

চাষিরা কানে বলে আজ,
'না খেয়েও কি করবে তোমরা কাজ?'
পাখিরাও কানে বলে আজ,
'আমাদের কপালে পড়েছে ভাঁজ।'
আজ ইন্টারনেটের কারণেই
পাখিরা হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি থেকে।
আর ইন্টারনেটের কারণেই
আমরা জানতে পারবো হারানো পাখির সম্পর্কে।

বর্তমানের জীবন্ত গ্রাম একসময়
ফুটে উঠবে ইতিহাসের পাতায়।
আমরা হয়তো সেই ইতিহাস পড়তে চাই,
তাই আজ গ্রামের মৃত্যু দেখতে চাই।
তাইতো গ্রামের বুকে ক্ষতের দাগ
গ্রাম আজ করে ছটফট।

বিক্রম দেবনাথ
বাংলা অনার্স (SEM-II)

বিসাদোল

বসন্তের রঙীনতায়
বহু মানুষ বিষাদের ধূসরতায় ডুবে আছে।
দক্ষিণের বসন্তের হাওয়া
এদের হৃদয়ে প্রেমের দোলাচল
সৃষ্টি করে না,
সৃষ্টি করে মরুভূমির বালুকার মর্মরতা।
আমিও তেমনি কোনো এক বিষাদের
প্রেমহীন মরুভূমির একাকি পথিক
নির্জনতার নিশাচরে ডুবে চলেছি এক
চোরবালির গভীরতায়।।
নিঃশব্দে মুছে চলেছে আমার অস্তিত্ব,
মুক্তির নীল শান্ত বক্ষে
মিশে গেছে আমার শেষ প্রশ্বাস।

রাখেশ দেবনাথ
ইতিহাস অনার্স (SEM-IV)

কবিতা

THE ART OF LIE

A sweet lie makes a man glad
if it is praised,
White lies not so deleterious
unless it unveiled,
A duplicitous lie misleads those one directional
thus leads dejection,
A lie could seem like truth
if it is convincing.
Bold face lies are quite blatant
no repentance nor rue,
Extreme fabrication often turns
into an untruth,
A deceitful lie could make a man die;
Oh say, for what strange motive
still a man tells a lie!!

অনিকা চক্রবর্ত্তী
ইংলিশ অনার্স (SEM-IV)

মা

মনে মনে ভাবি আমি সারাদিন
কী করে মেটাবো তোমার এই ঋণ?
স্নেহ, ভালোবাসায়, মমতা দিয়ে
লালন-পালন করে তুলেছ তুমি আমাকে।

নয়মাস দশদিন গর্ভতে ধরে
প্রসব করালে পৃথিবীর আলো দেখাতে
নিজের সুখকে ভুলে গিয়ে
সদা ব্যস্ত রয়েছ সন্তানের সুখবিধানে।

তুমি প্রকৃতির ন্যায় স্নিগ্ধ কোমল
তুমি সদ্য ফুটে ওঠা ফুলের থেকেও নবীন
সূর্যের আলোর থেকেও পুরাতন
হৃদয়স্পর্শকারী এক অতুলনীয় শর্তহীন অনুভূতি।

তুমি রক্ষক, প্রয়োজনে ভয়ঙ্করী, রূপ ধারণ কর
শ্রেষ্ঠ সত্ত্বা তুমি, জগৎজননী
মাগো তোমার হয় না তুলনা
মোর ধরা ছোঁয়ার বাইরে তুমি মা।।

বৃন্তা দে
দর্শন অনার্স (SEM-VI)

কবিতা

উন্মাদতার কথা

উন্মাদ আমি উন্মাদ হ্যাঁ জগৎ দেখতে চাওয়ায়।
উন্মাদ নাকি পাগলের প্রলাপ, কহে মনের কথা কওয়ায়।।
সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতরতে বিলীন হতে চাই আমি।
তাই বলে সব উন্মাদ কহে, ওহে! ভদ্রবেশী।।
বিদ্যায় আজ বিদ্যবান, ভাবে নিজেকে যারা।
পুরোটাই ছল, কাগজের টুকরো বিকিয়ে দিচ্ছে তারা।।
বিদ্যায় আজ অস্তিত্ব জগৎ বড় কিছুই নয়,
তাহলে বলো মহাকাশ কি? সৃষ্টি কি করে হয়?
উত্তর আজ বড়ই কঠিন, খুঁজলে বলে পাগল।
জাহির করো বিদ্যায় সব, তোমাদের মুখের আদল।।
উন্মাদ, পাগল তুচ্ছ সংজ্ঞার ভিত্তিতে আছো তুমি,
দুর্বল ভীত হতে পাগল শ্রেয় হবো হাজারও বার আমি।।

জয়িতা ব্যানার্জী
দর্শন অনার্স (SEM-VI)

প্রাণ

ভুলবো না আর সহজেতে
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ
বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সেকি সহজ গান
সেই সুরেতে জাগবো আমি
সেই ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে
বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সেকি সহজ গান
সেই সুরেতে জাগবো আমি।

দীপা মাঝি
সংস্কৃত অনার্স (SEM-II)

কবিতা

বসন্তে রঙ লাগল

বসন্তে কোকিলের ডাকে
মন করে আনচান
প্রেমের এই নতুন রঙে
রাঙিয়ে উঠুক
সকলের মন-প্রাণ।
ঠিক কোকিল যেমন কুহু স্বরে
তার সঙ্গীনীকে ডাকে
আমিও সেই মধুর স্বরেই
ডাকবো প্রিয়
আসবে কি তুমি?
রাঙিয়ে দিতে মোরে?
চারিদিকে অশোক-পলাশ
আরও কত নানান ফুল
প্রেমের রঙে রাঙিয়ে উঠবোই মোরা
নেইকো তাতে ভুল।
গাছের কচি-পাতার গন্ধে
মন হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ
প্রকৃতিও চায় মিলন হোক দুজনার
প্রেমে ভেসে যাই আমরাও।

মেয়ে মানেই বিয়ে?

আত্মীয় অনাত্মীয় এলো সবাই মিলে
বলছি— 'দেবে নাকি মেয়ের বিয়ে'?
বিয়ের বয়স তো হল তোমার...
কী হবে এসব পড়াশোনার?
মেয়েরাতো বাড়ির বোঝা!
বিয়ে করতে না চাইলে...
দেখাও তবে ওঝা!
মেয়ে যখন হয়েছো বিয়েতো করতেই হবে।
নইলে কীভাবে চলবে এ সংসার?
কী করে সৃষ্টি রক্ষা পাবে?
সবকিছুতে মেয়েদেরই যখন এত অবদান...
তবু কী পাবে মেয়েরা কখনও?
তাদের যোগ্য সম্মান?

পায়েল অধিকারী
বাংলা অনার্স (SEM-IV)

কবিতা

মাস্ক

বিধাতার আজব লীলা
দেখো সবে রঙের খেলা।
এমন অসুখ আনিল দেশেতে
সবাহিল জড়োসড়ো মৃত্যুর ভয়েতে।।
পড়তে হবে মাস্ক মুখে
নইলে দিতে হবে জরিমানা
পুলিশ ধরিবে তোমায়
পাবে না রেহাড বিনা টাকায়।
যত ভয় অসুখেতে
তার চাইতে ভয় পুলিশে
ওমিক্রন আসিল হেথায়
একদিকে লকডাউন
অন্যদিকে পড়াশুনা বন্ধ
ভয় নাই, ভয় নাই
মার্ক তুমি পাবে না মন্দ।
রাস্তাঘাটে কফ থুতু
কতজন পেলে হেথায় সেখায়
কেউ আবার খায় বিড়ি তারি
মুখ করে গন্ধ
মুখে সকলে মাস্ক পড়ো
পাবে নাকো দুর্গন্ধ

আমি

আমি যেদিন হারিয়ে যাবো
পড়বে কি গো মনে!
এক ফোঁটা জল জমবে কি গো
তোমার চোখের কোণে?

সেদিন তুমি যতই খোঁজো
পাবে নাকো সাড়া
হয়ে যাবো দূর আকাশের
ছোট্ট একটি তারা।

ছোট্ট তারা খুঁজে ফেরে
ক্লান্ত আঁখি বারে বারে,
সেদিন তুমি যতই ডাকো
মোর সাড়া পাবে নাকো।

কৌশিক দাস
বাংলা অনার্স (SEM-IV)

প্রবন্ধ

বহুরূপে সম্মুখে তোমার

নালিশ! আমরা মনুষ্য জীবেরা নালিশ করে বালিশ না পেলেও এই বিষয়টি আমাদের কাছে বড্ড প্রিয়। জীবনের একটা বেশিরভাগ সময়ে লেখাপড়ার দৌড়, তারপর পেটের অনল নেভানোর কাজে ঘোড়দৌড় শুরু হয়। তারপর আসে মরণকালে হরিনাম। কিন্তু ঈশ্বর, আল্লা খ্রীষ্ট কী এবং কেন জেনে ওঠার আগেই রূপনারায়ণের কূলে উপনীত হই আমরা। হাজারো ক্ষত, বেদনায় রক্তাক্ত সত্য পার হয়ে আমরা উপলব্ধ হই—'এই সত্য ও ঈশ্বর কিন্তু সমার্থক।' এই আপ্তবাক্য আমাদের অন্তরের নয়ন অনেক সময় দেখিতে পায় না। নালিশের ভারে নুব্জ হয়ে রয়েছি কিনা!

"নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুনৈশোকে। ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং" — এই দেহের খোলসটা চিতায় ভস্ম হলে বোঝা যায় আত্মার সেতুর এ পারে নিয়মমাফিক দিন থেকে রাত্রি, রাত্রি থেকে দিন হয়ে চলেছে। ওপারে দিন অথবা রাত্রি, সুকৃতি বা দুষ্কৃতি কিছুই নেই, কিছু মানুষ এই শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধানেই দিন গুজরান করেছেন। আওয়াধে কবীরের দোঁহায়, লালনগীতিতে, বিবেকানন্দের কবিতা, গুরুবন্দনায়, কথামৃতের পরতে পরতে, রবি ঠাকুরের ব্রহ্মসংগীতে তা বারংবার বিধৃত হয়েছে।

একেবারে গোড়ার দিক থেকে শুরু করলে ধর্মগীতি মূলত সাধনসংগীত। সাধক কবিরা তাঁদের সাধনার নিগূঢ় সংকেত প্রচার করেছেন এই ধর্মসংগীতির মাধ্যমে। যার অন্যতম উদ্দেশ্য দুঃখ-বেদনাময় মানবজীবন থেকে নির্বাণ ও মুক্তি।

'জাতের নামের বজ্জাতির' প্রবল দোর্দন্ডপ্রতাপের মাঝেই ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমায় যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাব। যাঁর কৃষ্ণপ্রেমে ও নামসংকীর্তনের জোয়ারে ভেসে যবন হরিদাসও বৈষ্ণবধর্মগ্রহণ করেন। যাঁর কারণে হিন্দু শাস্ত্র ও কোরানের ধর্ম আলেচনাও সহজপর হয়। শ্রীচৈতন্যেরই কীর্তনের গীতপ্রবাহ বহুধাবিভক্ত বাঙালী জনমানসে ঈশ্বর প্রেমই যে পরম সত্য তা প্রতিষ্ঠিত করে। তাই তো এখনও ধর্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে নবদ্বীপের ধূলোয় মিশে যায় সকল মানুষের কীর্তন অবগাহন। দোলপূর্ণিমায় নবদ্বীপে ঢোল, করতাল, মৃদঙ্গ, মন্দিরা সহযোগে কীর্তন গীতির মধু সঞ্চারিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্য প্রবন্ধে লিখছেন—'রামপ্রসাদ ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত হইয়া সেরূপ আত্মীয় অন্তরঙ্গের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত মান অভিমান করিয়াছেন, আর কেহ কি দুঃসাহসিকতায় ভর করিয়া সেরূপ পারে।' আঠারোশো শতাব্দীর বাংলা, ধর্মীয় -সামাজিক, আর্থ-সামাজিক ও দেশীয় প্রেক্ষাপট সব দিক থেকেই জট-জটিল। এই সময়েই ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক রামপ্রসাদ সেনের জন্ম। ১৮৩৩ সালে ঈশ্বর গুপ্ত রচিত 'সংবাদ প্রভকরে' রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন প্রকাশিত হয়। মানবজমিন যে অনাবাদেই পতিত তা তো কবিরঞ্জনই বুঝেছিলেন। তাই তো লালনও জাতের রূপ দেখতে নারাজ।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন- 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি' এই ভাবে জীবন মানেই তো দর্শন,

শিখন, তাই তো গীতায় রয়েছে, 'তস্মাৎ সর্ব্বেষু বমলেষু মামনুস্মর মুখৎ চ।' অর্থাৎ জীবন যুদ্ধে যুঝতে যুঝতে আমরা যেন আমাদের এই হৃদি কমলাসনে পরম সত্য, পরম ব্রহ্মকেই বসাই। ঠাকুর নারীদের 'পবিত্রতায় উজ্জ্বল, মাতৃভাবে পরিপূর্ণ, কর্মশীলা ব্রহ্মবাদিনী' রূপে দেখতে চেয়েছিলেন। আর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী নারীকে দেখতে চেয়েছেন প্রকৃত স্বাধীনসত্তার অধিকারিনী হিসেবে। মা, ঠাকুরের সেই অভিপ্রায় বাস্তবায়িত করতেই স্বামীজি, ভগিনী নিবেদিতা, গৌরীমায়ের এক বিশাল কর্মযজ্ঞে যোগদান। গৌরীমা তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়' গঠন করলে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন- 'মেয়েদের বুঝিয়ে দিও তারা কেবল থোড়বড়ি খাড়া আর খাড়াবড়ি থোড় করতে এ জগতে আসেনি।' আজকের বেলুড় মঠ, সারদামঠ, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম রামকৃষ্ণ ভাবধারা অনুসরণ করেই মানবজাতির নিরলস সেবায় নিয়োজিত থেকেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও সেই ভাবেই প্রস্তুত করছে।

স্বামীজীর কবিতারই একটি পঙ্‌ক্তি দিয়ে সমাপ্তি করি—

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমানু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ করে সূখ এ সবার পায়
বহুরূপে সম্মূখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেবিছে ঈশ্বর।"

মানবজাতির সেবা, উত্তরণ, আত্মোপলব্ধি, সর্বতো উন্নতিই হবে ব্রহ্মসত্য সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। স্বার্থহীন প্রেম'কে সম্বল করে সেই পথে অগ্রণী হওয়াই হোক লক্ষ্য।

বৈদান্তী চৌধুরী
জ্যুলজি অনার্স (SEM-IV)

কবিতা

শিক্ষকতা

শিক্ষক মানে
শেখা নতুন কিছু,
শিক্ষক মানে
ছাত্রের পিছু পিছু।
শিক্ষক মানে
আদর সোহাগ-
শিক্ষক মানে
বেত্রাঘাত।
শিক্ষক মানে
আদব-কায়দা,
শিক্ষক মানে
নিয়ম সর্বদা।
শিক্ষক মানে
মানার যোগ্যতা,
শিক্ষক মানে
মনের উদারতা।
শিক্ষক মানে
ভয়ের কিছু,
শিক্ষক মানে
হয় না নীচু।
শিক্ষক তুমি সত্যি মহান।
তোমারে করি সম্মান।

কৌশিক দাস
বাংলা অনার্স (SEM-IV)

অঝোরে পড়ে যাওয়া

স্বপ্ন যখন হয়ে গেল ভঙ্গ,
পেয়ে গেলাম আমরা সবাই শান্তি।
হয়ে উঠল না স্বপ্নটা
যখন সত্যি হয়ে
রইলাম শুধু পথের দিকে চেয়ে।
কত কাল চলে গেল,
হৃদয় হয়ে উঠ পাষাণ হয়ে।
যাবো না আর কালের পথে পথে।
শুধু পড়ে থাকবে স্বপ্নগুলো,
হয়ে যাবে ধ্বংস, হবে পতন সেই স্বপ্নের।
দৈহিকভাবে শেষমেশ হয়ে গেল মৃত্যু
সেই স্বপ্নের রঙিন ইচ্ছেগুলোর।
শুধু হয়ে উঠল মলিন মর্মস্পর্শিত অনাকাঙ্খিত
আঘাতে আহত।
অঝোরে ঝড়ে পড়ে যাওয়া স্বপ্ন
রবে একা কেমন করে।
সেই ইচ্ছের স্বপ্নগুলোকে
বারবার মনে পড়ে...।

টিনা খাতুন
বটানি অনার্স (SEM-IV)

কবিতা

এ শহর

নিস্তব্ধ নিবিড় রাতে অমাবস্যার গল্প বলে এ শহর,
দু'মুঠো ভাতের গল্প বলে এ শহর।
অজানা এক ইতিহাসের গল্প বলে এ শহর,
শূন্য বিধ্বস্থ শীর্ণকায় দুর্বোধ্য আর্তনাদের গল্প বলে এ শহর।
হারিয়ে যাওয়া অতীতের গল্প বলে এ শহর।
বেঁচে থাকার অদম্যলড়াই এর গল্প বলে এ শহর।
অনাথ শিশুর উচ্চস্বরে কান্নার গল্প বলে এ শহর,
না পাওয়ার গল্প বলে এ শহর,
স্বপ্ন ভাঙার গল্প বলে এ শহর,
প্রতিবাদের গল্প বলে এ শহর,
রে পড়া প্রতিটি রক্ত বিন্দুর গল্প বলে এ শহর।
ভয়ঙ্কর মৃত্যুর গল্প বলে এ শহর।
এ শহর কলম ধরেছে,
এ শহর লিখছে শেষ থেকে শুরু হওয়ার গল্প,
নতুন ভাবে বাঁচার গল্প,
নতুন ভোরের অপেক্ষায় রয়েছে এ শহর।

সুকন্যা পোদ্দার
বাংলা অনার্স (SEM-IV)

বহুদিন পরে আজ দেখিয়া শ্রীমুখ
মন্ডিল হৃদয় ব্যথা পরাণের দুঃখ
দেখোনা চাহিয়া কিবা রূপের মাধুরী
চাঁদ মুখ দেখে সবে আপনা পসরি।।

কবিতা

মন মস্তিষ্ক

মন মস্তিষ্কের চলবে খেলা
এ যেন এক জীবন সার্কাস
শরীরখানা খেলনাপুতুল
আমরা যেন তার দাস।

মন সে ভীষণ আবেগে ভাসে
মস্তিষ্কের শাসন কড়া
খেলনা শরীর ভাবছে শুধু
কার ডাকে দিবে সাড়া।

মন যে শুধু ভালোবাসা খোঁজে
আর যেন চাইনা কিছুই তার
মস্তিষ্কটা জ্ঞানের এক ভান্ডার যেন
খুঁটিনাটি বিচার শুধু তার।

দু-এর লড়াইতে শুধু আমরা ছুটি
ভারসাম্য রাখতে হচ্ছি নাজেহাল
জনা নেই....
কার কথা শুনে এগিয়ে গেলে
এ জীবনতরী সঠিক পথে
উড়িয়ে দিবে তার পাল।

আমিনা খাতুন
বাংলা অনার্স (SEM-VI)

দ্বার খোলো

সবাই বলে দ্বার খোলো তবে ফুটবে মুক্তি,
কিন্তু দ্বারের গোড়ায় বসে অসহ্য সব যুক্তি।
ভাবব নাকি প্রেমের কথা লিখব নাকি খাম,
বাস্তবের হুজুগের ঠেলায় ভুলি প্রেম নাম।
দুঃখের কবি, কামনার কবি, বেদের কবি হায়
এত গভীর কাব্যপাঠে নিজের পরাণ যায়।
নতুন যুগে নতুন বাধা পুরোনতর মন।
সেসব বাঁধা দূর করতে আসবে কোন জীবন?
পচে যাওয়া প্রেরণাতে আর চলেনা দিন,
ভাঙতে হবে বুদ্ধি-কারা মিটাতে হবে ঋণ।
জানি আমি একা কবি, নই কোনও মহামানব
তাদের আশায় থাকতে থাকতে হতেও পারি দানব।
তৈরি করো নতুন চিন্তা পুরোনতর মনে
আবার উঠুক নতুন সমাজ এই কানা বনে।

অনয় কুমার সাহা
বাংলা অনার্স (SEM-IV)

কবিতা

ইন্টারনেটের মায়া

জীবনের এই পথ চলাতে
বন্ধু হয়েছে ফোন,
মাঠে আর খেলতে যেতে
চাইছে না যে মন।
মোবাইল গেম খেলার জন্য
ব্যস্ত এখন সব।
শোনা যায় না তাইতো আর
পাড়ায় আড্ডার কলরব।
বন্ধু এখন অনলাইনে
হয় কথা হোয়াটসঅ্যাপে।
জন্মদিনের শুভেচ্ছা তাও
জানাচ্ছে ফেসবুকে।
অল্প বয়সে ধরতে হবে তোমায় লাঠির হাত,
নাকের ওপর বোঝা বাড়াবে মোটা পাওয়ারের কাঁচ।

দীপঙ্কর পাল
জ্যুলজি অনার্স (SEM-II)

কোপাই নদীতে কাগজের নৌকা ভাসানো মেয়েটি
কখনো ডেকে বলেনি জীবাশ্ম তুমি কত সুন্দর।
কখনো ফুসফুস ভরে সবুজ শ্বাস নিয়ে বলেনি
আমি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নই, আমি সম্রাট অশোক নই।
তবু জোনাকির মতো কাকের অন্ধকার ছিঁড়ে,
আমি প্রায়শই দাঁড়িয়ে থেকেছি ফিজিক্সের দেশে।

আমি বহুযুগ কাটিয়েছি সেলফোনের স্ক্রিনে চেয়ে।
কিন্তু কখনো ফেসবুকের ওয়ালে তার মেসেজ পাইনি।
মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলি বাবুইয়ের দক্ষতা কি মেঘের থেকে ভালো,
নাকি চাঁদের আলো এই পাঁচ আঙুলের ফাঁকে নেওয়া অধিক সহজ।
মেয়েটি কবিতা বিষয়ক কোন নীল চাহনিতে,
কখনো তাকায়নি আমার কালো কালির হিজিবিজি লেখায়।
অজানা তার লাল মুখটি দেখে কখনো বুঝিনি
তাকে চিনতে ঠিক কতটা জানতে লাগে।

অমিত তফাদার
ইতিহাস অনার্স (SEM-VI)

কবিতা

লকডাউনে সবুজ প্রেম

লক্ষ লক্ষ জীবনকে গ্রাস করেছে করোনা, লম্বা করেছে মানুষের মৃত্যু মিছিল।
জীবন জুড়ে দিয়েছে লকডাউন, সোস্যাল ডিসট্যান্সিং, কোয়ারেন্টিন, ডিপ্রেশনের ... মতো শব্দ।
কিন্তু ধ্বংসেই তো শেষ নয়। শেষ থেকেই তো হয় নতুনের শুরু, অন্ধকার থেকে আলোয়
ফেরার মতো করোনাও দিয়েছে অনেক কিছু। সামাজিক পাতায় খুঁজে
দিয়েছে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে, মরচে ধরা সম্পর্কগুলোকে আবারও
চকচকে করার সুযোগ করে দিয়েছে। বাড়ির ছোট বা বড়দের সঙ্গে
কাটানোর সময় করে দিয়েছে। নতুন ভাবনা আর শিল্পীসত্ত্বার গোড়ায়
জলসার দিয়েছে করোনা। নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ
দিয়েছে, ব্যস্ততার মধ্যে ভুলতে বসা জিনিসগুলোর স্মৃতি উসকে দিয়েছে।
এই জিনিসগুলো বরাবরই ছিল। শোয়ার ঘরের পাশে বা মাথার উপরে।
কিন্তু রোজকার জীবনে সবাই আমরা ভলতে বসেছিলাম তাদের। সময়ের
সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছিল অবহেলা আর উপেক্ষা। কাদের কথা বলছি বলুনতো?
ছোট্ট ছাদ আর একটুকরো বারান্দার কথা। আমাদের জীবনে কিন্তু
আবার ফিরেছে সেই পুরনো ছন্দ। যখন আমরা পুরোপুরি ঘরবন্দি সবাই
তখন এই দুই জায়গা জুড়ে আলো পড়েছে নতুন করে। যে ছাদের চাবিতে
ধরেছিলো অবহেলার জং, যে বারান্দা ভরে উঠেছিলো বাতিলে সেই
জায়গায় নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে, জন্ম নিয়েছে হাজার হাজার গল্প।
শুধু কি তাই, করোনা কালে ছাদ বারান্দায় ঘটে গিয়েছে সবুজ বিপ্লবও।
বাগানের সূচনা লকডাউন এর জীবন যাপনের একটা বড় জায়গা দখল করে নিয়েছে।
হয়ে উঠেছে হারিয়ে যাওয়ার নতুন ঠিকানা। ইঁট কাঠ ভাঙা
টব আর জটলা সরিয়ে মাথা তুলেছে সবুজ। জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন ছাদবাগান।
শিশুর মতো লালন পালন, সময়ে খাবার দেওয়া, রোগ
বালাইয়ের খেয়াল রাখা সব। তারপর হঠাৎই একদিন বাগান আলো করল
নিজের হাতে ফোটানো প্রথম ফুল। বাগান কার নেশাটা তখন মন-প্রাণ জুড়ে।
আর এখন তো রাস্তার পাশে গাছের দোকান বা নার্সারি দেখলেই আটকে যায় চোখ।
সব খরচ থেকে কেটে ছেটে পয়সা বাঁচিয়ে একটা গাছ না কিনলে যেন সব বৃথা।
ঘরবন্দি শিশুদের সঙ্গী হয়েছে এই বাগান। শিখেছে কীভাবে গাছের বন্ধু হতে হয়।
গাছের সঙ্গে পরিচয়ই শুধু হয়নি, ছোটরা বুঝতে পরেছে সত্যিই তাদের প্রাণ আছে।
জল না দিলেই ঝিমিয়ে পড়ে, জল দিলেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হেসে ফুল দেয়।
লকডাউনে সব থেকে বেশি সমস্যা হয়েছে গাছেদের খাবার সংগ্রহ করা।
এই সমস্যার সমাধান হিসেবে বাগানের কোণে ঠাঁই পেয়েছে কম্পোস্টবিন।
এতদিন যেগুলো বাতিল বলে ফেলে দেওয়া হতো ।
(শুকনো পাতা, সব্জীর খোসা) সেইসব জিনিস দিয়েই তৈরী হয়েছে খাঁটি কম্পোস্ট,
তরল সার। ফুল ফল করেও হাতে ছিলো অনেকটা সময়। তাই শুরু করা গেছে কিচেন গার্ডেনিং।
হাত বাড়ালেই এখন বেগুন, টমেটো, ধনেপাতা লঙ্কা।
এতদিন যে জায়গা শশুধু জামাকাপড় শুকনো বা বাতিল জিনিসে ভর্তি ছিলো,
লকডাউনের সময় থেকে নতুন করে মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছে সেই ছাদ, সেই বারান্দা।

সুপ্রিয় দে
বোটানি অনার্স
(SEM-VI)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ - (২০২০-২১)

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন - ২০২০

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষক সংসদ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- ২০20

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন- ২০২১

এন.এস.এস. এবং এন.সি.সি.-র কর্ম্মসূচি- ২০২০-২১

চিত্রাঙ্কণ

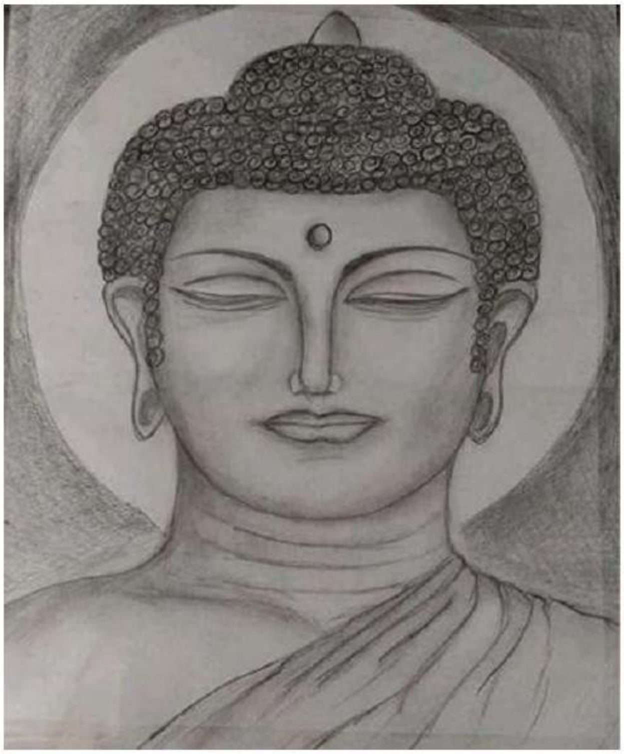

অঙ্কিতা দাস
ইংলিশ অনার্স (**SEM-IV**)

শান্তনু দাস
জ্যুলজি অনার্স (**SEM-II**)

চিত্রাঙ্কণ

প্রীতম কুমার বসাক
রসায়ন অনার্স (**SEM-I**)

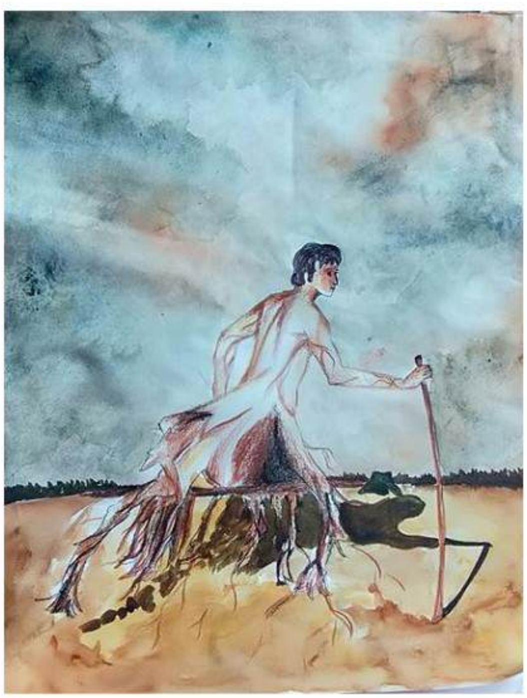

কোয়েল দেবনাথ
বি.এ. জেনারেল (**SEM-I**)

চিত্রাঙ্কণ

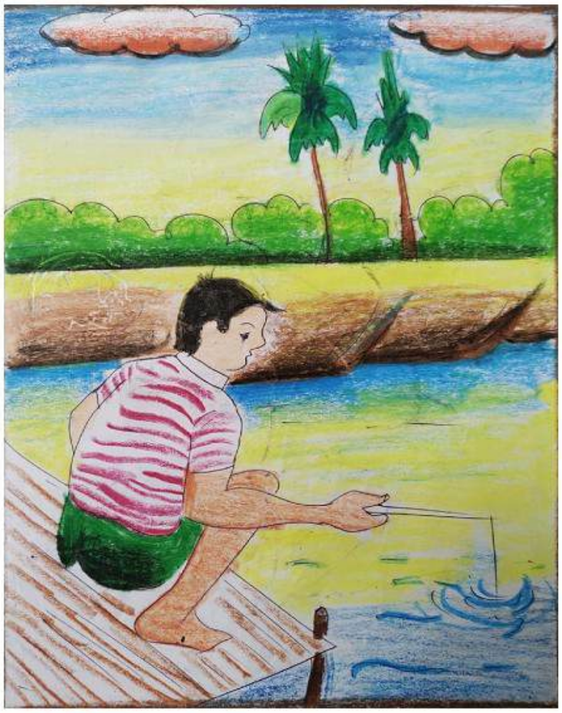

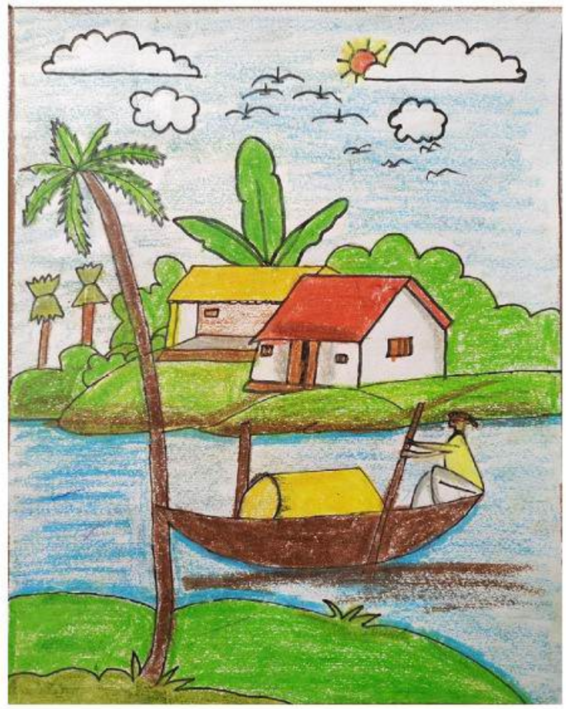

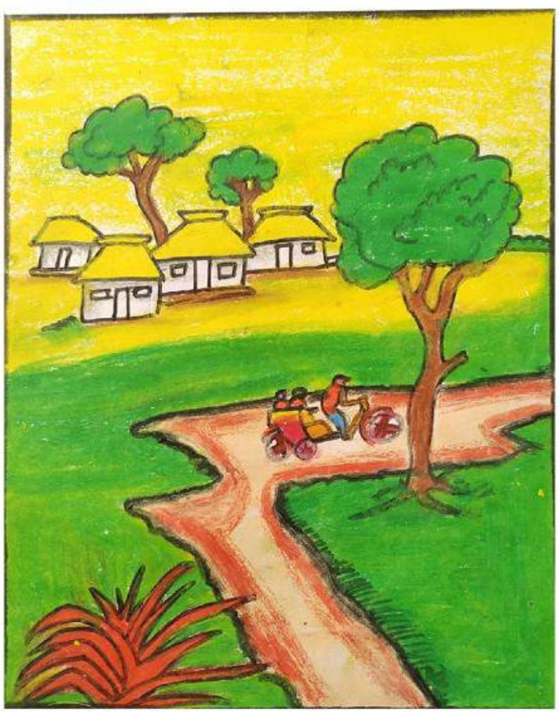

গৌরব দেবনাথ
রাষ্টবিজ্ঞান অনার্স (SEM-I)

চিত্রাঙ্কণ

শশাঙ্ক দেবনাথ
বটানি অনার্স (**SEM-II**)

তৃষা বসাক
ভূগোল অনার্স (**SEM-VI**)

চিত্রাঙ্কণ

অনন্যা ঘোষ
বি.এস.সি. জেনারেল (**SEM-IV**)

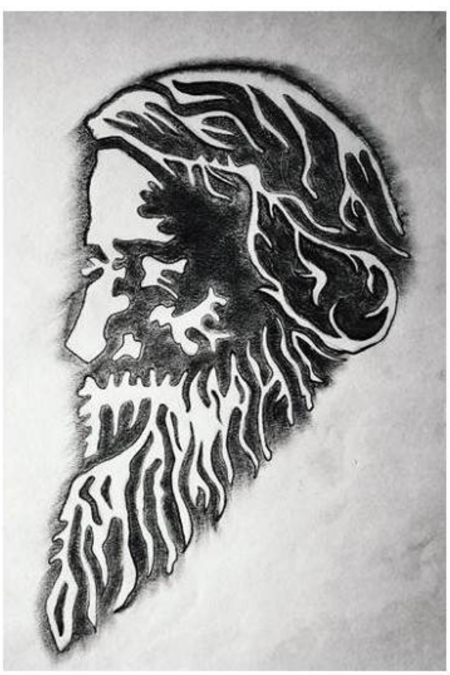

শিল্পা ঘোষ
ফিলজফি অনার্স (**SEM-VI**)

চিত্রাঙ্কণ

বিশ্বরূপ পাল
বটানি অনার্স (**SEM-VI**)